... করে ধর্মকে ... মিলিয়ে দিয়েছিল, ... উদার এক ধর্মমত ... আঘাত হেনে সমাজের ভেদাভেদ দূর করেছিল। (২) প্রেম, শান্তি ও করুণার বাণী প্রচার করে বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি জানায়। রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ, ধনী বণিক অনাথপিণ্ডক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সারিপুত্ত ও মোদ্‌গল্লায়ন, সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ আনন্দ ও উপালি, দস্যু অঙ্গুলীমাল, পতিতা আম্রপালি—সকলেই বুদ্ধদেবের কাছে সমান ছিলেন। (৩) সাহিত্য, শিক্ষা ও শিল্পের ইতিহাসেও তাঁদের দান অতুলনীয়। তাঁদের দানে পালি ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি অপভ্রংশের স্রষ্টা। বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল শিক্ষার পীঠস্থান এবং এ সম্পর্কে নালন্দা, বিক্রমশীল ও বলভীর নাম উল্লেখযোগ্য। নানা ধরনের বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ, মঠনির্মাণ ও গুহাশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যাশ্চর্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী (Rise of Sectarian Cults) ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী আন্দোলনের কালে বৈদিক ধর্মের প্রবক্তারা চুপ করে বসে ছিলেন না। বৈদিক ধর্মকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক, বৌদ্ধ-জৈন, আর্য-অনার্য এবং অপরাপর লৌকিক উপাদান ও ধর্মাচার নিয়ে তাঁরা নতুন ধর্মমত

---

[১] "Buddhism was a new interpretation rather that an entire refutation of Vedic tradition ...... It was a re-organisation of Aryan society upon a wider basis and a re-adaptation of religious thought to the spiritual needs of the times."—Havel

গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এই সময় থেকে বৈদিক ধর্ম *ব্রাহ্মণ্য ধর্ম* নামে পরিচিত হতে থাকে। এই ধর্মের পাঁচটি ধারা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। সেগুলি হল *বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর* ও *গাণপত্য*। এদের একত্রে *'পঞ্চোপাসনা'* বলা হয়। এই সম্প্রদায়গুলি একদিকে যেমন বৈদিক ধর্মের বিশাল কর্মকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞ মেনে নেয় নি, তেমনি আদি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ঈশ্বরের অনস্তিত্ববাদও মানতে পারে নি। নতুন এই ধর্মমত বৈদিক দেব-দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর সমন্বয় সাধন করে। এই ধর্মসম্প্রদায়গুলি ছিল *একেশ্বরবাদী* এবং *ভক্তিবাদে* বিশ্বাসী। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব দেবতা থাকলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাদের তারা উপেক্ষা করত না। তারা মনে করত যে, আরাধ্য দেবতার প্রতি একমাত্র ভক্তি, প্রেম এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যাবে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতির মধ্যে ভক্তিবাদের বীজ নিহিত থাকলেও, সেদিন সমাজ জীবনে তার কোনও প্রভাব অনুভূত হয় নি। অনেকের মতে, *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ ভক্তির বীজ নিহিত ছিল। যাই হোক, গুপ্তযুগ থেকে এই পাঁচটি সম্প্রদায় পরস্পরের কাছাকাছি আসতে থাকে এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় গড়ে ওঠে।

■ **(ক) ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম ঃ** ভারতের একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির মধ্যে *বৈষ্ণব ধর্ম* অন্যতম। এই ধর্মের প্রাণপুরুষ হলেন বিষ্ণু বা বাসুদেব-কৃষ্ণ। এই ধর্মের উৎপত্তি

বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয় পশ্চিম ভারতে। বাসুদেব-কৃষ্ণ কোনও কাল্পনিক বা পৌরাণিক

Scanned with CamScanner